বাংলাদেশের কম্পট্রোলার এন্ড অডিটর জেনারেল এর
বার্ষিক অডিট রিপোর্ট

রিপোর্টের সন ঃ ২০১৪-২০১৫

প্রথম খণ্ড

বিদ্যুৎ, জ্বালানী ও খনিজ সম্পদ মন্ত্রণালয়

জ্বালানী ও খনিজ সম্পদ বিভাগ

অর্থ বছর ঃ ২০০৯-২০১৪

বাণিজ্যিক অডিট অধিদপ্তর

গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশের সংবিধানের অনুচ্ছেদ ১৩২ অনুযায়ী মহামান্য রাষ্ট্রপতির নিকট পেশকৃত

ঃ সূচিপত্র ঃ

ক্রমিক নম্বর	বিবরণ	পৃষ্ঠা নং
১	কম্পট্রোলার এন্ড অডিটর জেনারেল অব বাংলাদেশ এর প্রত্যয়ন	ক
২	মহাপরিচালক এর বক্তব্য	খ
৩	প্রথম অধ্যায়	০১
	অডিট অনুচ্ছেদের সার সংক্ষেপ	০৩
	অডিট বিষয়ক তথ্য	০৪
	ম্যানেজমেন্ট ইস্যু	০৫
	অনিয়ম ও ক্ষতিসমূহের কারণ	০৫
	অডিটের সুপারিশ	০৫
৪	দ্বিতীয় অধ্যায় (অডিট অনুচ্ছেদসমূহ)	০৭-২৩
৫	অনুচ্ছেদ ভিত্তিক পরিশিষ্ট	দ্বিতীয় খণ্ড

ক

গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশের সংবিধানের অনুচ্ছেদ ১২৮, কম্পট্রোলার এন্ড অডিটর জেনারেল (এডিশনাল ফাংশন্স) এ্যাক্ট, ১৯৭৪ এবং কম্পট্রোলার এন্ড অডিটর জেনারেল (এডিশনাল ফাংশন্স) (এ্যামেন্ডমেন্ট) এ্যাক্ট, ১৯৭৫ অনুযায়ী মহাপরিচালক, বাণিজ্যিক অডিট অধিদপ্তর কর্তৃক প্রণীত এই অডিট রিপোর্ট জাতীয় সংসদে উপস্থাপনের লক্ষ্যে সংবিধানের অনুচ্ছেদ ১৩২ অনুযায়ী মহামান্য রাষ্ট্রপতির নিকট পেশ করা হলো।

তারিখঃ ০৪/০১/১৪২৪ বঙ্গাব্দ।
১৭/০৪/২০১৮ খ্রিষ্টাব্দ।

স্বাক্ষরিত

(মাসুদ আহমেদ)
বাংলাদেশের কম্পট্রোলার এন্ড অডিটর জেনারেল

মহাপরিচালকের বক্তব্য

বিদ্যুৎ, জ্বালানী ও খনিজ সম্পদ মন্ত্রণালয়ের নিয়ন্ত্রণাধীন জ্বালানী ও খনিজ সম্পদ বিভাগের অধীন পেট্রোবাংলা ও বিপিসি এর নিয়ন্ত্রণাধীন প্রতিষ্ঠানসমূহের ২০০৯-২০১৪ অর্থ বছরের আর্থিক বিবরণীর উপর বিশেষ নিরীক্ষা কার্যক্রম বাণিজ্যিক অডিট অধিদপ্তর কর্তৃক নমুনামূলক যাচাইয়ের মাধ্যমে সম্পন্ন করা হয়। আর্থিক অনিয়ম চিহ্নিতকরণ এবং অনিয়ম রোধকল্পে প্রতিরোধমূলক ব্যবস্থা পর্যালোচনাসহ অনিয়মসমূহ যথাযথ কর্তৃপক্ষের নজরে আনায়ন করাই এ নিরীক্ষার মূল উদ্দেশ্য। এ রিপোর্টে সংশ্লিষ্ট প্রতিষ্ঠানের যে সকল আর্থিক অনিয়ম অন্তর্ভুক্ত করা হয়েছে তা বিবেচ্য সময়ের অথবা পূর্ববর্তী সময়ের সমগ্র আর্থিক বিবরণীর অংশ বিশেষ মাত্র। এ রিপোর্টে অন্তর্ভুক্ত অনিয়ম পর্যালোচনা করে প্রতীয়মান হয় যে, নিরীক্ষিত প্রতিষ্ঠানের ব্যবস্থাপনা হিসাববিজ্ঞান সম্পর্কে দূর্বলতা এবং সরকারি বিধি-বিধান পরিপালন না করায় অনিয়মগুলো সংঘটিত হয়েছে যার প্রতি সংশ্লিষ্ট কর্তৃপক্ষের দৃষ্টি আকর্ষণ করা হলো । অডিট আপত্তিতে জড়িত অর্থ আদায়ের ক্ষেত্রে প্রশাসনিক কর্তৃপক্ষের প্রয়োজনীয় কার্যক্রম গ্রহণ করা প্রয়োজন। এছাড়া প্রতিষ্ঠানের আর্থিক শৃঙ্খলা নিশ্চিতকল্পে যথাযথ ব্যবস্থা গ্রহণের মাধ্যমে এ ধরনের অনিয়মের পুনরাবৃত্তি রোধ করা সম্ভব। মূল রিপোর্টের কলেবর বৃদ্ধি না করে আপত্তি সংশ্লিষ্ট প্রমাণক ও বিস্তারিত পরিসংখ্যান (পরিশিষ্টসমূহ) পৃথক একটি খন্ডে অর্থাৎ দ্বিতীয় খন্ডে অন্তর্ভুক্ত করা হয়েছে।

নিরীক্ষার আন্তর্জাতিক মানদন্ড তথা International Standards of Supreme Audit Institutions (ISSAI) এর প্রাসঙ্গিক ধারাসমূহ এবং Government Auditing Standards সমূহ বিবেচনায় নিয়ে আলোচ্য নিরীক্ষা সম্পাদন ও রিপোর্ট প্রণয়ন করা হয়েছে। আর্থিক ব্যবস্থাপনায় শৃঙ্খলা প্রতিষ্ঠা এবং এর গুনগত মান বৃদ্ধিতে এ রিপোর্টটি ইতিবাচক অবদান রাখবে বলে আশা করা যায়।

তারিখঃ ________________ বঙ্গাব্দ।
________________ খ্রিষ্টাব্দ।

(মোঃ জহুরুল ইসলাম)
মহাপরিচালক
বাণিজ্যিক অডিট অধিদপ্তর,
ঢাকা।

প্রথম অধ্যায়
(অডিট অনুচ্ছেদের সার-সংক্ষেপ ও ম্যানেজমেন্ট ইস্যু)

অডিট অনুচ্ছেদের সার-সংক্ষেপ

অনুচ্ছেদ নং	আপত্তির শিরোনাম	জড়িত টাকা	পৃষ্ঠা নং
	বাংলাদেশ পেট্রোলিয়াম এক্সপ্লোরেশন এন্ড প্রোডাকশন কোম্পানী লি: (বাপেক্স), ঢাকা		
১.	কার্য সম্পাদন না করা সত্ত্বেও কার্যাদেশ বাতিল করে ব্যাংক গ্যারান্টি নগদায়নের পরিবর্তে ঠিকাদারকে আনুকল্য প্রদর্শনপূর্বক অগ্রিম প্রদান করায় প্রতিষ্ঠানের ক্ষতি।	৫০,২৮,৯৩৭	৮-৯
	বাংলাদেশ গ্যাস ফিল্ডস কোম্পানী লিমিটেড, ব্রাহ্মণবাড়িয়া		
২.	সরকারি নির্দেশ উপেক্ষা করে প্রতিষ্ঠানের কর্মচারীগণকে অতিরিক্ত হারে বাড়ী ভাড়া ভাতা প্রদান করায় প্রতিষ্ঠানের আর্থিক ক্ষতি।	৬৯,০৫,৩৭৭	১২
৩.	বিধি বহির্ভূতভাবে **Corporate Tax** আদায়ের পূর্বে মুনাফা হতে **Workers participation Fund in profit** গ্রহণের ফলে আয়কর বাবদ সরকারের রাজস্ব ক্ষতি।	৫,৭২,১২,২১৯	১৩
	পদ্মা অয়েল কোম্পানী লিঃ (POCL), বাঘাবাড়ী, সিরাজগঞ্জ		
৪.	ডেলিভারী রিসিভ ইনভয়েস (ডিআরআই) পরিমান অপেক্ষা মিটার রিডিং (ফ্লো-মিটার) এ অতিরিক্ত পরিমান জ্বালানী তেল সরবরাহ করায় কোম্পানীর ক্ষতি।	৪,৮১,৮১,২২৩	১৬
	বাখরাবাদ গ্যাস ডিস্ট্রিবিউশন কোম্পানী লিমিটেড, কুমিল্লা		
৫.	মেসার্স মুক্তি সিএনজি ফিলিং ষ্টেশন কর্তৃক অবৈধভাবে গ্যাস কারচুপির জন্য দায়-দেনা অনাদায়ী জনিত ক্ষতি।	৪,৮৩,৬২,১৭৪	১৮
	মোট	১৬,৫৬,৮৯,৯৩০	

অডিট বিষয়ক তথ্য ঃ

নিরীক্ষা অর্থ বছর ঃ ২০০৯-২০১৪ খ্রিঃ।

নিরীক্ষিত প্রতিষ্ঠান ও নিরীক্ষার সময় ঃ

ক্রমিক নং	প্রতিষ্ঠানের নাম	নিরীক্ষা সাল	নিরীক্ষার সময়কাল
১.	বাংলাদেশ পেট্রোলিয়াম এক্সপ্লোরেশন এন্ড প্রোডাকশন কোম্পানী লি: (বাপেক্স), ঢাকা	২০১২-২০১৪	২৪/০৮/২০১৪ হতে ১২/১১/২০১৪
২.	বাংলাদেশ গ্যাস ফিল্ডস কোম্পানী লিমিটেড, ব্রাহ্মণবাড়িয়া	২০১২-২০১৩	১১/০৪/২০১৪ হতে ১৭/০৬/২০১৪
৩.	পদ্মা অয়েল কোম্পানী লিঃ(POCL),বাঘাবাড়ী, সিরাজগঞ্জ	২০০৯-২০১৪	১৮/০৫/২০১৫ হতে ২৭/০৫/২০১৫
৪.	বাখরাবাদ গ্যাস ডিস্ট্রিবিউশন কোম্পানী লিমিটেড, কুমিল্লা	২০১৩-২০১৪	২৫/০৫/২০১৫ হতে ১৪/০৭/২০১৫

নিরীক্ষার প্রকৃতি ঃ নিয়মানুগ নিরীক্ষা।

নিরীক্ষার পদ্ধতি(Audit Approach) ঃ

- প্রতিষ্ঠান প্রধানসহ বিভিন্ন পর্যায়ে কর্মকর্তা ও কর্মচারীদের সাথে মৌখিক আলোচনা; রেকর্ডপত্র যাচাই; কারিগরী দিকসমূহের বিষয়ে কোম্পানীর বিশেষজ্ঞদের সাথে আলোচনা ;
- বিপিসি কর্তৃক আমদানীকৃত তেল ও পেট্রোলিয়ামজাত পণ্য কোম্পানী ট্যাংকে গ্রহণকালে কোন ঘাটতি আছে কিনা তা বিল অব লেডিং, ট্যাংকের মজুদ রেজিস্টার যাচাইয়ের মাধ্যমে নিরূপণ করা;
- বিভিন্ন ডিপোতে তাপমাত্রাজনিত ঘাটতি আছে কি না তার জন্য ডিপোর মাসিক বাল্ক স্টক স্টেটমেন্ট যাচাই করা;
- পেট্রোলিয়ামজাত পণ্য ঘাটতি হয়েছে কি না তা চালান ও গ্রহণ রেজিস্টার যাচাই এর মাধ্যমে নিরূপণ করা;
- পেট্রোলিয়ামজাত পণ্যের পরিবহণ ঘাটতির টাকা আমদানি মূল্যে পরিবহন ঠিকাদার হতে আদায় করা হয়েছে কিনা তা ট্যাংকার ভাড়ার বিল অব এন্ট্রি যাচাই এর মাধ্যমে নিরূপন করা;
- প্রাপ্ত তথ্যাদি বিশ্লেষণ করা ।

অডিট রিপোর্ট প্রণয়নে সার্বিক তত্ত্বাবধান ঃ মহাপরিচালক, বাণিজ্যিক অডিট অধিদপ্তর।

ম্যানেজমেন্ট ইস্যু ঃ

- বিপিসি তে অভ্যন্তরীণ নিরীক্ষা ব্যবস্থা (Internal Audit System) কার্যকর না থাকা।
- বিপিসি'র নিয়ন্ত্রণাধীন কোম্পানী সমূহের ওপর বিপিসি কর্তৃপক্ষের মনিটরিং/তদারকির অভাব পরিলক্ষিত হয়েছে।
- কোম্পানীর আওতাধীন ডিপোসমূহের কার্যক্রমের ওপর কোম্পানী কর্তৃপক্ষের নিয়ন্ত্রণের অভাব লক্ষ্য করা যায়।
- জাহাজ ভাড়া, ট্যাংকার ভাড়া (কোস্টাল, শ্যালো), পরিবহন ভাড়া ইত্যাদি পরিশোধের ক্ষেত্রে বিপিসি এবং কোম্পানী কর্তৃপক্ষের নিয়ন্ত্রণ অত্যন্ত দুর্বল।
- পরিবহন ঘাটতি (Transit Loss); বিক্রয় কালীন ক্ষতি (Operational Loss) এবং তাপমাত্রাজনিত ক্ষতি (Evaporation Loss) নির্ধারণের ক্ষেত্রে বিপিসি এবং জ্বালানী মন্ত্রণালয়ের সুস্পষ্ট নীতিমালা/আদেশ পাওয়া যায়নি। ফলে ডিপোতে এসকল ক্ষতির ওপর কোম্পানী কর্তৃপক্ষের কোন নিয়ন্ত্রণ নেই।
- বিপিসি'র হিসাব বিভাগে দূর্বল ব্যবস্থাপনা বিদ্যমান। কোম্পানী হতে প্রেষণে লোক নিয়োগ এবং সিএ ফার্ম হতে সাময়িকভাবে লোক নিয়োগের মাধ্যমে হিসাবায়ন করা হচ্ছে।

অনিয়ম ও ক্ষতিসমূহের কারণ ঃ

- প্রচলিত আর্থিক বিধি বিধান এবং সরকার ও যথাযথ কর্তৃপক্ষ কর্তৃক সময় সময় জারিকৃত আদেশ-নির্দেশ, প্রজ্ঞাপন, নীতিমালা প্রতিপালন না করা।
- অভ্যন্তরীণ নিয়ন্ত্রণ ব্যবস্থা ও নিরীক্ষা কার্যক্রম জোরদার না করা।

অডিটের সুপারিশ ঃ

- প্রচলিত আর্থিক বিধি বিধান এবং সরকার ও যথাযথ কর্তৃপক্ষ কর্তৃক সময় সময় জারিকৃত আদেশ-নির্দেশ, প্রজ্ঞাপন, নীতিমালা ইত্যাদি যথাযথভাবে অনুসরণ করা আবশ্যক।
- প্রাপ্ত বরাদ্দের মধ্যে ব্যয় সীমিত রাখা প্রয়োজন।
- অভ্যন্তরীণ নিয়ন্ত্রণ ব্যবস্থা ও নিরীক্ষা কার্যক্রম জোরদার করা আবশ্যক।
- দায়-দায়িত্ব নির্ধারণপূর্বক আপত্তিকৃত অর্থ আদায় এবং একই ধরণের অনিয়মের পূণরাবৃত্তি বন্ধ করা আবশ্যক।
- আপত্তিতে বর্ণিত অনিয়মসমূহের পূণরাবৃত্তি রোধে কার্যকর ব্যবস্থা গ্রহণ করা আবশ্যক।

দ্বিতীয় অধ্যায়
(অডিট অনুচ্ছেদসমূহ)

বাংলাদেশ পেট্রোলিয়াম এক্সপ্লোরেশন এন্ড প্রোডাকশন কোম্পানী লিঃ
(বাপেক্স), ঢাকা

অনুচ্ছেদ নং-০১।

শিরোনাম : কার্য সম্পাদন না করা সত্ত্বেও কার্যাদেশ বাতিল করে ব্যাংক গ্যারান্টি নগদায়নের পরিবর্তে ঠিকাদারকে আনুকল্য প্রদর্শনপূর্বক অগ্রিম প্রদান করায় প্রতিষ্ঠানের ক্ষতি ৫০,২৮,৯৩৭ টাকা ।

বিবরণ :

বাংলাদেশ পেট্রোলিয়াম এক্সপ্লোরেশন এন্ড প্রোডাকশন কোম্পানী লিঃ (বাপেক্স), ঢাকা এর ২০১২-২০১৪ অর্থ বছরের হিসাব ২৪/০৮/২০১৪ খ্রিঃ হতে ১২/১১/২০১৪ খ্রিঃ পর্যন্ত নিরীক্ষাকালে মোবারকপুর তেল/গ্যাস অনুসন্ধান কূপ খনন প্রকল্পের ডিপিপি,ব্যাংক বই,ক্যাশ বই, বিল ভাউচার ও নির্মাণ সংক্রান্ত নথি পর্যালোচনায় দেখা যায় যে, প্রকল্পের কর্মকর্তা/কর্মচারীদের আবাসন হিসাবে ব্যবহারের জন্য কন্টেইনারকে ক্যারাভানে রূপান্তরের কার্যাদেশ প্রাপ্ত ঠিকাদার কর্তৃক দীর্ঘদিন ধরে কার্য্য সম্পাদান না করা সত্ত্বেও কার্যাদেশ বাতিল করে ব্যাংক গ্যারান্টি নগদায়নের পরিবর্তে ঠিকাদারকে আনুকল্য প্রদর্শন পূর্বক অগ্রিম প্রদান করায় ৫০,২৮,৯৩৭ টাকা প্রতিষ্ঠানের ক্ষতি।

অনিয়মের কারণঃ

- মোবারকপুর প্রকল্পের কর্মকর্তা/কর্মচারীদের ব্যবহারের নিমিত্তে ২৫টি কনটেইনারকে ক্যারাভ্যানে রূপান্তরের জন্য ২২/০১/২০১১ খ্রিঃ তারিখে দরপত্র আহবান করা হয়। দরপত্রে মেসার্স এ,কে এন্টারপ্রাইজ ২,৫০,৩৪,০৭২ টাকা দর প্রদান করে সর্বনিম্ন হয়। দরপত্র মূল্যায়ন কমিটির পরিদর্শন প্রতিবেদন অনুযায়ী সর্বনিম্ন দরদাতার সম্পাদিত কাজ আহ্বানকৃত দরপত্রের কাজের অনুরুপ না হওয়ায় দরপত্রটি বাতিল এবং পুনঃদরপত্র আহ্বানের সিদ্ধান্ত প্রদান করে। টিইসির সিদ্ধান্ত অনুযায়ী ৭ ও ৮ মে/২০১১খ্রিঃ তারিখে পুনঃদরপত্র আহবান করে কোন প্রকার যুক্তিসংগত কারণ ব্যতীত প্রথম দরপত্রের অগ্রহণযোগ্য দরদাতাকেই ২,৮২,৮৯,৩৭০/- টাকায় কার্যাদেশ প্রদান করা।
- বাপেক্স সূত্র নং ১২৪.৬৫.০৫/৪৩ তারিখ ১৬/১০/২০১১ খ্রিঃ এর মাধ্যমে চুক্তি অনুযায়ী ১২০ দিনের মধ্যে অর্থাৎ ১৬/০২/২০১২ খ্রিঃ তারিখের মধ্যে কাজটি শেষ করার শর্তে কার্যাদেশ প্রদান করা হয়। ঠিকাদার কার্য সম্পাদন করতে না পারায় ২ দফা ১৫/১১/২০১২ খ্রিঃ তারিখ পর্যন্ত সময় বর্ধিত করা হয়। বর্ধিত সময়ের মধ্যে কাজ করতে না পারায় কার্যাদেশ বাতিল করে পুনঃদরপত্র আহবানের জন্য প্রকল্প পরিচালক(প্রজেক্ট ডাইরেক্টর) নোটে মতামত প্রদান করেন। কিন্তু ব্যবস্থাপনা পরিচালক পিডি'র মতামত গ্রহণ না করে ঠিকাদারকে ২২,০০,০০০ টাকা অগ্রিম প্রদানসহ ৩১/০৩/২০১৩ খ্রিঃ পর্যন্ত পুনরায় সময় বর্ধিত করা হয়। ঠিকাদার বর্ধিত সময়ের মধ্যে কার্য সম্পাদন না করে পুনরায় সময় বৃদ্ধির আবেদন করলে কর্তৃপক্ষ ২৫/০৮/২০১৩ খ্রিঃ তারিখে কার্যাদেশটি বাতিল করেন।
- আলোচ্য কার্যাদেশের বিপরীতে মার্কেন্টাইল ব্যাংক লিঃ, আগ্রাবাদ শাখা, চট্রগ্রাম এর ২৮,২৮,৯৩৭ টাকার ব্যাংক গ্যারান্টি প্রদান করা হয়। গ্যারান্টির মেয়াদ ৩০/০৬/২০১৩ খ্রিঃ তারিখে উত্তীর্ণ হয়েছে। কার্যাদেশ বাতিল করা হলেও ব্যাংক গ্যারান্টি নগদায়ন করা হয়নি।

  অতএব, বাপেক্স কর্তৃপক্ষ অনিয়মিতভাবে ঠিকাদারকে অগ্রিম প্রদান এবং ব্যাংক গ্যারান্টি নগদায়ন না করায় প্রতিষ্ঠানের ৫০,২৮,৯৩৭ টাকা ক্ষতি হয়েছে। পরিশিষ্ট "১" এ বিস্তারিত বিবরণ দেয়া হয়েছে।

অডিটি প্রতিষ্ঠানের জবাব :

- অডিটি প্রতিষ্ঠান কর্তৃক তাৎক্ষনিক জবাবে জানানো হয় যে, ১ম পর্যায়ে দরপত্র আহবানে ২টি দরদাতা দরপত্র দাখিল করলে চাহিদাকৃত কাগজপত্র না থাকায় দরপত্র বাতিল করে পুনঃদরপত্র আহবান করা হয়। পুনঃদরপত্রে ৩ জন দরদাতা দরপত্র দাখিল করলে ১ম দরপত্রের সর্বনিম্ন দরদাতা এবারও সর্বনিম্ন হয়। সংশ্লিষ্ট ঠিকাদারের পূর্ব অভিজ্ঞতা মানসম্পন্ন না থাকা সত্ত্বেও অর্থ সাশ্রয় ও নির্ধারিত সময়ের মধ্যে প্রকল্প বাস্তবায়নের স্বার্থে কার্যাদেশ প্রদান করা হয়। কাজের শুরুতে বিভিন্ন প্রতিকুল পরিস্থিতির কারণে ২ বার সময় বৃদ্ধি করা হয়। প্রতিষ্ঠানের স্বত্ত্বাধিকারীর অসুস্থতা এবং তার আবেদনের প্রেক্ষিতে ২২ লক্ষ টাকা অগ্রিম প্রদান করা হয়। কার্য সম্পাদন করতে না পারায় ঠিকাদারের কার্যাদেশ বাতিল করে ব্যাংক গ্যারান্টি নগদায়নের জন্য চিঠি প্রেরণ করা হয়। ব্যাংকের নানা রকম গড়িমসির কারনে ২৮,২৮,৯৩৭ টাকার ব্যাংক গ্যারান্টি নগদায়ন সম্ভব হয়নি। ব্যাংক গ্যারান্টি নগদায়নের চেষ্টা অব্যাহত আছে।

নিরীক্ষা মন্তব্য :

- জবাব গ্রহণযোগ্য নয় কারণ, (ক) অগ্রহণযোগ্য ঠিকাদারকে কার্যাদেশ প্রদান করা হয়। (খ) ঠিকাদার কার্য সম্পাদন না করা এবং চুক্তিতে উল্লেখ না থাকা সত্ত্বেও ২২ লক্ষ টাকা অগ্রিম প্রদান করা হয় এবং (গ) কার্যাদেশ বাতিল করার পূর্বেই ব্যাংক গ্যারান্টির মেয়াদ শেষ হয়ে গেলেও তা নগদায়ন করা হয়নি।
- উল্লিখিত অনিয়মের বিষয় উল্লেখপূর্বক ২২/০২/২০১৫ খ্রিঃ তারিখে মন্ত্রণালয় বরাবর অগ্রিম অনুচ্ছেদ জারি করা হয়। পরবর্তীতে ০১/০৮/২০১৫ খ্রিঃ তারিখে তাগিদপত্র ইস্যু করা হয়। জবাব না পাওয়ায় ১৭/০৪/২০১৬ খ্রিঃ তারিখে মন্ত্রণালয়ের সচিব বরাবর আধা সরকারি পত্র জারি করায় ০১/০৬/২০১৬ খ্রিঃ তারিখে জবাব পাওয়া যায়। জবাবের প্রেক্ষিতে ব্যাংক গ্যারান্টি নগদায়নসহ অবশিষ্ট অর্থ আদায় করে প্রমাণকসহ পুনঃজবাব প্রেরণের জন্য বলা হলেও অদ্যাবধি জবাব পাওয়া যায়নি।

নিরীক্ষার সুপারিশ :

- অগ্রহণযোগ্য ঠিকাদারকে কার্যাদেশ প্রদান এবং অগ্রিম প্রদানকারী কর্মকর্তার বিরুদ্ধে প্রয়োজনীয় ব্যবস্থা গ্রহণসহ আপত্তিকৃত টাকা আদায় করে প্রমাণকসহ **অডিট অফিস**কে অবহিত করার জন্য অনুরোধ করা হল ।

বাংলাদেশ গ্যাস ফিল্ডস কোম্পানী লিমিটেড, বিরাসার, ব্রাহ্মণবাড়িয়া

অনুচ্ছেদ নং-০২।

শিরোনাম : সরকারি নির্দেশ উপেক্ষা করে প্রতিষ্ঠানের কর্মচারীগণকে অতিরিক্ত হারে বাড়ী ভাড়া ভাতা প্রদান করায় প্রতিষ্ঠানের আর্থিক ক্ষতি ৬৯,০৫,৩৭৭ (উনসত্তর লক্ষ পাঁচ হাজার তিনশত সাতাত্তর) টাকা।

বিবরণ :

বাংলাদেশ গ্যাস ফিল্ডস কোম্পানী লিমিটেড, বিরাসার, ব্রাহ্মণবাড়িয়া কার্যালয়ের ২০১২-২০১৩ সালের হিসাব ১১/০৪/২০১৪ খ্রিঃ হতে ১৭/০৬/২০১৪ খ্রিঃ পর্যন্ত সময়ে নিরীক্ষাকালে কর্মচারীদের বেতন বিল এবং বাড়ী ভাড়া পরিশোধ সংক্রান্ত রেকর্ডপত্র যাচাইকালে দেখা যায় যে,সরকারি নির্দেশ উপেক্ষা করে প্রতিষ্ঠানের কর্মচারীগণকে অতিরিক্ত হারে বাড়ী ভাড়া ভাতা প্রদান করায় প্রতিষ্ঠানের আর্থিক ক্ষতি ৬৯,০৫,৩৭৭ (উনসত্তর লক্ষ পাঁচ হাজার তিনশত সাতাত্তর) টাকা। বিস্তারিত বিবরণ পরিশিষ্ট "২" এ প্রদান করা হলো।

অনিয়মের কারণ:

- বাংলাদেশ গ্যাস ফিল্ডস কোম্পানী লিমিটেড, বিরাসার, ব্রাহ্মণবাড়িয়া কার্যালয়ের ২০১২-১৩ সালের হিসাব ১১-০৪-২০১৪ খ্রিঃ হতে ১৭-০৬-২০১৪ খ্রিঃ পর্যন্ত সময়ে নিরীক্ষাকালে কর্মচারীদের বেতন বিল এবং বাড়ী ভাড়া পরিশোধ সংক্রান্ত রেকর্ডপত্র যাচাইকালে দেখা যায় যে,সরকারি নির্দেশ উপেক্ষা করে প্রতিষ্ঠানের কর্মচারীগণকে অতিরিক্ত হারে বাড়ী ভাড়া ভাতা প্রদান করায় প্রতিষ্ঠানের আর্থিক ক্ষতি ৬৯,০৫,৩৭৭ (উনসত্তর লক্ষ পাঁচ হাজার তিনশত সাতাত্তর) টাকা।
- কিন্তু বাংলাদেশ গ্যাস ফিল্ডস কোম্পানী লিমিটেড কর্তৃপক্ষ উক্ত নির্দেশ উপেক্ষা করে সকল কর্মচারীগণকে ৬০% হারে বাড়ী ভাড়া ভাতা পরিশোধ করায় প্রতিষ্ঠানের ৬৯,০৫,৩৭৭ টাকা ক্ষতি হয়, যা সংশ্লিষ্টদের নিকট হতে আদায়যোগ্য।

অডিটি প্রতিষ্ঠানের জবাব :

- ১৩-০৩-১৯৮৬খ্রিঃ তারিখে কোম্পানী ও সিবিএ'র মধ্যে সম্পাদিত চুক্তি মোতাবেক কর্মচারীগণকে বাড়ী ভাড়া ভাতা ৫০% স্থলে ৬০% হারে নির্ধারণ করা হয়েছে।

নিরীক্ষা মন্তব্য :

- জবাব যথাযথ নয়। কারণ যে কোন ভাতা বৃদ্ধির ব্যাপারে অর্থ মন্ত্রণালয়ের অনুমোদন গ্রহণ করা আবশ্যক । সিবিএ এর সাথে চুক্তি করে বাড়ী ভাড়া ভাতা বৃদ্ধির কোন সুযোগ নেই।
- উল্লিখিত অনিয়মের বিষয় উল্লেখপূর্বক ০৯/১২/২০১৪ খ্রিঃ তারিখে মন্ত্রণালয় বরাবর অগ্রিম অনুচ্ছেদ জারি করা হয়। জবাব না পাওয়ায় ১২/১১/২০১৫ খ্রিঃ তারিখে মন্ত্রণালয়ের সচিব বরাবর আধা সরকারি পত্র জারি করা হলে ১৬/০২/২০১৬ খ্রিঃ তারিখে জবাব পাওয়া যায়। জবাবের প্রেক্ষিতে নিরীক্ষার সুপারিশ অনুযায়ী আপত্তিকৃত টাকা সংশ্লিষ্ট দায়ী কর্মচারীদের নিকট হতে আদায় করে প্রমাণকসহ জবাব প্রদানের অনুরোধ করা হলেও অদ্যাবধি জবাব পাওয়া যায়নি।

নিরীক্ষার সুপারিশ :

- আপত্তিকৃত টাকা সংশ্লিষ্টদের নিকট থেকে আদায় করে আদায়ের প্রমাণকসহ জবাব অডিট অফিসে প্রেরণ করার জন্য অনুরোধ করা হলো।

অনুচ্ছেদ নং- ০৩।

শিরোনাম: বিধি বর্হিভূতভাবে Corporate Tax আদায়ের পূর্বে মুনাফা হতে Workers participation Fund in profit গ্রহণের ফলে আয়কর বাবদ সরকারের রাজস্ব ক্ষতি ৫,৭২,১২,২১৯টাকা।

বিবরণ:

বাংলাদেশ গ্যাস ফিল্ডস কোম্পানী লিঃ, ব্রাহ্মণবাড়িয়া এর ২০১২-২০১৩ অর্থ বছরের হিসাব ১১/০৪/২০১৪ খ্রিঃ তারিখ হতে ১৭/০৬/২০১৪ খ্রিঃ তারিখ পর্যন্ত সময়ে নিরীক্ষাকালে বহিঃ নিরীক্ষক কর্তৃক প্রণীত চূড়ান্ত হিসাব পর্যালোচনায় দেখা যায় যে, বিধি বর্হিভূত ভাবে কর পূর্ব মুনাফা কম প্রদর্শন করে আয়কর বাবদ ৫,৭২,১২,২১৯ (পাঁচ কোটি বাহাত্তুর লক্ষ বার হাজার দুইশত উনিশ) টাকা সরকারকে পরিশোধ করা হয়েছে।

অনিয়মের কারণ:

- বিস্তারিত নিরীক্ষায় বহিঃ নিরীক্ষকের প্রতিবেদন এবং আয়কর নির্ধারণ সংক্রান্ত বিবরণী হতে দেখা যায় যে, কোম্পানীর কর পূর্ব মুনাফা ৩০৪,৩০,৫০,৯৮২ টাকা। আয়কর অধ্যাদেশ ১৯৮৪ এর পরিপত্র নং ১/২০১১খ্রিঃ মোতাবেক মোট আয়ের উপর ৩৭.৫০% হিসাবে আয়কর ১১৪,১১,৪৪,১১৮ টাকা। কিন্তু আয়কর প্রদান দেখানো হয় ১০৮,৩৯,৩১,৮৯৯ টাকা। যার ফলে আয়কর কম প্রদান করা হয় (১১৪,১১,৪৪,১১৮-১০৮,৩৯,৩১,৮৯৯) = ৫,৭২,১২,২১৯ টাকা।
- উক্ত ক্ষতির জন্য দায়-দায়িত্ব নির্ধারণ করা আবশ্যক।

অডিটি প্রতিষ্ঠানের জবাব :

- আপত্তিতে বর্ণিত অর্থ মূলতঃ শ্রমিক অংশগ্রহণ তহবিল ও কল্যান তহবিলে কর্পোরেট ট্যাক্স ক্যালকুলেশনের পূর্বে নীট মুনাফার ৫% স্থানান্তরের কারণে সৃষ্টি হয়েছে। সুতরাং বাংলাদেশ শ্রম আইন ও কোম্পানী আইন মোতাবেক নীট মুনাফার ৫% শ্রমিক অংশগ্রহণ তহবিল ও কল্যান তহবিলে যথাযথভাবে স্থানান্তর করা হয়েছে বিধায় কোন অনিয়ম হয় নাই।

নিরীক্ষা মন্তব্য :

- জবাব গ্রহণযোগ্য নয় । কারণ নীট লাভ বলতে যে লাভের উপর কোন পাওনা থাকে না । কর্পোরেট ট্যাক্স প্রদান না করে প্রফিট ক্যালকুলেশনে ভুলের কারণে সরকারের রাজস্ব ক্ষতির জন্য বিভাগীয় ব্যবস্থা গ্রহণসহ দায়-দায়িত্ব নির্ধারণ করা আবশ্যক।
- উল্লিখিত অনিয়মের বিষয় উল্লেখপূর্বক ০৯/১২/২০১৪ খ্রিঃ তারিখে মন্ত্রণালয় বরাবর অগ্রিম অনুচ্ছেদ জারি করা হয়। পরবর্তীতে জবাব না পাওয়ায় ১২/১১/২০১৫ খ্রিঃ তারিখে মন্ত্রণালয়ের সচিব বরাবর আধা সরকারি পত্র জারি করা হলে ১৬/০২/২০১৬ খ্রিঃ তারিখে জবাব পাওয়া যায়।জবাবের প্রেক্ষিতে ২৬/১১/২০১৪ খ্রিঃ তারিখে অনুষ্ঠিত পিএ কমিটির সিদ্ধান্ত মতে BPPP এ অর্থ স্থানান্তরের পূর্বের নীট মুনাফার উপর কর্পোরেট ট্যাক্স হিসাব করে তা সরকারি কোষাগারে জমা করে প্রমাণকসহ জবাব প্রদানের কথা বলা হলেও অদ্যাবধি কোন জবাব পাওয়া যায়নি।

নিরীক্ষার সুপারিশ :

- আলোচ্য রাজস্ব ক্ষতির জন্য দায়ী ব্যক্তি/ব্যক্তিবর্গের বিরূদ্ধে ব্যবস্থা গ্রহণসহ রাজস্ব আদায়ের প্রয়োজনীয় ব্যবস্থা গ্রহণ করে **অডিট অফিসকে** জানানোর জন্য অনুরোধ করা হলো।

পদ্মা ওয়েল কোঃ লিমিটেড, বাঘাবাড়ি ডিপো, সিরাজগঞ্জ

অনুচ্ছেদ নং-০৪।

শিরোনামঃ ডেলিভারী রিসিভ ইনভয়েস (ডিআরআই) পরিমান অপেক্ষা মিটার রিডিং (ফ্লো-মিটার) এ অতিরিক্ত পরিমান জ্বালানী তেল সরবরাহ করায় কোম্পানীর ক্ষতি ৪,৮১,৮১,২২৩ টাকা।

বিবরণঃ

পদ্মা ওয়েল কোঃ লিমিটেড, বাঘাবাড়ি ডিপো, সিরাজগঞ্জ এর জুলাই/২০০৯-জুন/২০১৪খ্রিঃ সালের হিসাব ১৮/০৫/২০১৫ খ্রিঃ হতে ২৭/০৫/২০১৫ খ্রিঃ তারিখ পর্যন্ত সময়ে নিরীক্ষাকালে ডিআরআইসমূহ, মিটার রিডিং রেজিস্টার ও সংশ্লিষ্ট রেকর্ডপত্র যাচাইকালে পরিলক্ষিত হয় যে, ডেলিভারী রিসিভ ইনভয়েস (ডিআরআই) পরিমান অপেক্ষা মিটার রিডিং (ফ্লো-মিটার) এ অতিরিক্ত পরিমান জ্বালানী তেল সরবরাহ করায় কোম্পানীর ক্ষতি ৪,৮১,৮১,২২৩ টাকা। বিবরন পরিশিষ্ট "৩" তে দেয়া হলো।

অনিয়মের কারণ ঃ

- ডিলারদের চাহিদা মোতাবেক ডিপোর ডেলিভারী পয়েন্টে স্থাপিত মিটারের মাধ্যমে ট্যাংক লরীতে জ্বালানী তেল সরবরাহ দেয়ার সময় কোন কোন দিন ডিআরআই লিখিত পরিমানের চেয়ে মিটার রিডিং এ ৫০০- ৬০০ লিটার পর্যন্ত অতিরিক্ত জ্বালানী তেল সরবরাহ দেয়া হয়েছে (প্রমাণক সংযুক্ত)।
- ব্যক্তি পর্যায়ের ট্যাংক লরীগুলোর ক্যালিব্রেশন করার দায়িত্ব ট্যাংক লরী মালিকের। এক্ষেত্রে তারা নিজেদের ইচ্ছানুযায়ী ক্যালিব্রেশন করে থাকেন।
- মিটার রিডিং রেজিস্টার হতে দেখা যায় যে, জুলাই/২০০৯ হতে আগষ্ট/২০১০ এবং ৭/২০১৩ হতে মার্চ/২০১৪ পর্যন্ত মোট ২৩ মাসে বিভিন্ন ডিলার ও এজেন্টদেরকে ডিআরআই পরিমান অপেক্ষা মিটার রিডিং এর মাধ্যমে অতিরিক্ত জ্বালানী তেল সরবরাহ দেয়া হয়েছে।

অডিটি প্রতিষ্ঠানের জবাব :

- প্রধান কার্যালয়ের নির্দেশনা অনুযায়ী বিএসটিআই কর্তৃক ক্যালিব্রেশনকৃত ট্যাংক লরীতে বিএসটিআই অনুমোদিত ডিপি-রড দ্বারা পরিমান করে ডিআরআই অনুযায়ী জ্বালানী তেল সরবরাহ করা হয়। ফ্লো-মিটার স্থাপন করা হয়েছে শুধুমাত্র ক্রসচেকিং / সাবধানতার জন্য। সঠিক পরিমানের জন্য নয়। ডিপো থেকে অতিরিক্ত তেল সরবরাহ করা হয় না। তাই অতিরিক্ত/অস্বাভাবিক তৈল ঘাটতি হয় না। ডিপো আমাদের সম্পূর্ণ নিয়ন্ত্রনে।

নিরীক্ষা মন্তব্য :

- ডিপো কর্তৃপক্ষ কর্তৃক মিটার রিডিং এবং ডিআরআই পরিমান অপেক্ষা অতিরিক্ত জ্বালানী সরবরাহের বিষয়টি প্রধান কার্যালয় অবগত নন। আলোচ্য ক্ষেত্রে কোম্পানীর স্বার্থ বিবেচনা না করায় উক্ত ক্ষতি সংঘটিত হয়েছে। কাজেই প্রদত্ত জবাব সন্তোষজনক হিসাবে বিবেচনা করা যায় না।
- উল্লিখিত অনিয়মের বিষয় উল্লেখপূর্বক ১৯/০৯/২০১৫ খ্রিঃ তারিখে মন্ত্রণালয় বরাবর অগ্রিম অনুচ্ছেদ জারি করা হয়। পরবর্তীতে ২৬/১০/২০১৫ খ্রিঃ তারিখে তাগিদপত্র ইস্যু করা হয়। জবাব না পাওয়ায় ২৩/১০/২০১৬ খ্রিঃ তারিখে মন্ত্রণালয়ের সচিব বরাবর আধা সরকারি পত্র জারি করা হলে ২৮/১২/২০১৬ খ্রিঃ তারিখে জবাব পাওয়া যায়। উক্ত জবাবের আলোকে তেল পরিমাপকের দুটি পদ্ধতির (ফ্লো-মিটার ও পরিমাপক দন্ড) মধ্যে কোন পদ্ধতিটি মন্ত্রণালয় কর্তৃক স্বীকৃত এবং ডেলিভারী ও রিসিভ এ দু'টির মধ্যে পার্থক্যজনিত ক্ষতি হলে কোন পদ্ধতিটি গ্রহণযোগ্য হবে এ সংক্রান্ত মন্ত্রণালয়ের নির্দেশনাসহ জবাব প্রেরণের অনুরোধ জানিয়ে ১৯/০৪/২০১৭ খ্রিঃ তারিখে প্রতিউত্তর প্রদান করা হয়। অদ্যাবধি কোন জবাব পাওয়া যায়নি।

নিরীক্ষার সুপারিশ :

- সত্তর এ ব্যাপারে তদন্ত গ্রহণ করতঃ প্রয়োজনীয় ব্যবস্থা গ্রহণ করে উহার ফলাফল অডিট অফিসকে জানানোর জন্য অনুরোধ করা হলো।

বাখরাবাদ গ্যাস ডিষ্ট্রিবিউশন কোম্পানী লিমিটেড, চাঁপাপুর, কুমিল্লা

অনুচ্ছেদ নং- ০৫।

শিরোনাম ঃ মেসার্স মুক্তি সিএনজি ফিলিং ষ্টেশন কর্তৃক অবৈধভাবে গ্যাস কারচুপির জন্য দায়-দেনা ৪,৮৩,৬২,১৭৪ (চার কোটি তিরাশি লক্ষ বাষট্টি হাজার একশত চুয়াত্তর) টাকা অনাদায়জনিত ক্ষতি।

বিবরণ ঃ

বাখরাবাদ গ্যাস ডিষ্ট্রিবিউশন কোম্পানী লিমিটেড, চাঁপাপুর, কুমিল্লা এর ২০১৩-২০১৪ অর্থ বৎসরের হিসাব ২৫/০৫/২০১৫ খ্রিঃ হতে ১৪/০৭/২০১৫ খ্রিঃ পর্যন্ত সময়ে নিরীক্ষাকালে মেসার্স মুক্তি সিএনজি ফিলিং স্টেশন, হদগাড়া, বিশ্বরোড, কুমিল্লা (গ্রাহক সংকেত নং ০২-সিএনজি-১২) এর গ্রাহক নথি পর্যালোচনায় দেখা যায় যে, মেসার্স মুক্তি সিএনজি ফিলিং স্টেশন কর্তৃক বকেয়া গ্যাস বিল পরিশোধ না করা সত্ত্বেও অস্থায়ীভাবে সংযোগ বিচ্ছিন্ন না করায় পরবর্তীতে অবৈধভাবে গ্যাস কারচুপির জন্য দায়-দেনা ৪,৮৩,৬২,১৭৪ (চার কোটি তিরাশি লক্ষ বাষট্টি হাজার একশত চুয়াত্তর) টাকা অনাদায়জনিত ক্ষতি সাধিত হয়েছে। বিস্তারিত বিবরণ পরিশিষ্ট "৪" তে দেয়া হলো।

অনিয়মের কারণ ঃ

- গ্রাহকের নভেম্বর/২০১৩ হতে গ্যাস বিল বকেয়া থাকাবস্থায় বিজিডিসিএল, বিক্রয় বিভাগ, কুমিল্লা হতে একটি পরিদর্শন টিম কর্তৃক ১৬-০৭-২০১৪ খ্রিঃ তারিখে মুক্তি সিএনজি ফিলিং ষ্টেশন , কুমিল্লা নামক প্রতিষ্ঠানটি সরেজমিনে পরিদর্শনকালে গ্রাহক কর্তৃক মিটারে অবৈধ হস্তক্ষেপের আলামত দেখতে পান। উক্ত তারিখেই গ্রাহকের গ্যাস সংযোগ বিচ্ছিন্ন করা হয়।
- মিটারে অবৈধ হস্তক্ষেপের জন্য গ্রাহককে দায়-দেনা নির্ধারণ করা হয়।
- গ্রাহক কর্তৃক উক্ত দায়-দেনা এবং গ্যাস পুনঃসংযোগের জন্য উচ্চ আদালতে রীট পিটিশন নং ৮২০০/২০১৪ দায়ের করেন। হাইকোর্টের নির্দেশ মোতাবেক গ্রাহক ১০,০০,০০০ টাকা পরিশোধ করায় ২৩-০৯-২০১৪খ্রিঃ তারিখে গ্যাস পুনঃসংযোগ প্রদান করা হয়।
- পরবর্তীতে বিজিডিসিএল কুমিল্লা কর্তৃক ০৯/১২/২০১৪ খ্রিঃ তারিখে আলোচ্য সিএনজি ফিলিং ষ্টেশন সরেজমিনে পরিদর্শনকালে পুনরায় মিটারে অবৈধ হস্তক্ষেপের কারণে তাৎক্ষনিক ভাবে পুনরায় সংযোগ বিচ্ছিন্ন করা হয়।
- ১ম ও ২য় বার মিটারে অবৈধ হস্তক্ষেপের কারণে ০৮/০১/২০১৫ খ্রিঃ তারিখের পত্র নং- ২৮.০২.১৯০০. ০১১. ৪১.০০৪.১৫/৮৮ এর মাধ্যমে গ্রাহককে ৪,৮৩,৬২,১৭৪ টাকা পরিশোধের জন্য পত্র দেয়া হয়।
- উল্লেখ্য গ্যাস বিপনন নিয়মাবলী-২০০৪ এর অনুচ্ছেদ ৮.১ মোতাবেক সিএনজি শ্রেনীর গ্রাহকের জন্য বিল ইস্যুর তারিখ হতে পরবর্তী ২০ দিনের মধ্যে গ্যাস বিল পরিশোধ না করিলে অস্থায়ীভাবে গ্যাস সংযোগ বিচ্ছিন্ন করা যাইবে। প্রমাণক-১৭(২-৯)।
- আলোচ্য গ্রাহকের নভেম্বর/২০১৩ হতে বিল বকেয়া থাকা সত্ত্বেও অস্থায়ী ভাবে সংযোগ বিচ্ছিন্ন করা হয়নি।
- আপত্তিতে বর্নিত টাকা আদায়ের ব্যাপারে কি কি কার্যকরী ব্যবস্থা গ্রহণ করা হয়েছে তাহা নিরীক্ষাকে জানানোর জন্য অনুরোধ করা হলো।

অডিটি প্রতিষ্ঠানের জবাব :

- আপত্তিতে বর্নিত টাকা আদায় করে জানানো হবে।

নিরীক্ষা মন্তব্য :

- আপত্তিতে বর্নিত টাকা সত্তর আদায় করা আবশ্যক ।
- উল্লিখিত অনিয়মের বিষয় উল্লেখপূর্বক ২৮/০৯/২০১৫ খ্রিঃ তারিখে মন্ত্রণালয় বরাবর অগ্রিম অনুচ্ছেদ জারি করা হয়। পরবর্তীতে ১৩/১২/২০১৫ খ্রিঃ তারিখে তাগিদপত্র ইস্যু করা হয়। জবাব না পাওয়ায় ২৩/১০/২০১৬ খ্রিঃ তারিখে মন্ত্রণালয়ের সচিব বরাবর আধা সরকারি পত্র জারি করা হলে ২৮/১২/২০১৬ খ্রিঃ তারিখে জবাব পাওয়া যায়। উক্ত জবাবের আলোকে মন্ত্রণালয়ের সুপারিশ অনুযায়ী মামলার পরবর্তী অগ্রগতি নিরীক্ষাকে জানানোর অনুরোধ জানিয়ে ১৯/০৪/২০১৭ খ্রিঃ তারিখে প্রতিউত্তর প্রদান করা হয়। অদ্যাবধি কোন জবাব পাওয়া যায়নি।

নিরীক্ষার সুপারিশ :

- আপত্তিতে বর্ণিত টাকা আদায় করে প্রমাণকসহ অডিট অফিসকে জানানোর জন্য অনুরোধ করা হলো।

(মোঃ জহুরুল ইসলাম)
মহাপরিচালক
বাণিজ্যিক অডিট অধিদপ্তর, ঢাকা।

বাঃসঃমুঃ-২০১৭/১৮-৪৮৮৮কম/এ—৮০০বই, ২০১৮ইং।